মৌলিক কর্মসূচির সমন্বয় সভা (CPCM)

তারিখ ঃ ০৫ এপ্রিল-২০২৩ খ্রিঃ
স্থান ঃ কক্সবাজার আঞ্চলিক কার্যালয়, সদর-১ শাখা ।
সভাপতি ঃ তারিক সাঈদ হারুন, পরিচালক -মৌলিক কর্মসূচি
সচিব ঃ মো ঃআনোয়ার হোসেন, আঞ্চলিক কর্মসূচি সমন্বয়কারী, কক্সবাজার অঞ্চল ।

অংশগ্রহণকারী ঃ সংস্থার সকল অঞ্চলের আরপিসিগন, তারিক সাঈদ হারুন,পরিচালক-মৌলিক কর্মসুচী, মাহমুদুল হাসান দিদার-উপ-পরিচালক-কোর অপারেশন,আবদুর রহমান ফরিদ-কোর অপারেশন-মৌলিক কর্মসূচি, মোঃ ফিরোজ আলম-প্রধান-এমই, মিজানুর রহমান প্রধান সাইটেপ, এস এম তৌহিদুল আলম-প্রধান-আইসিটি ।

সভার শুরুতে সভাপতি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমেই সকলের মতামতের ভিত্তিতে সভার আলোচ্য বিষয় সমূহ নির্ধারণ করা হয়। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম নং</th><th>আলোচ্য বিষয় সমূহ</th><th>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ</th><th>বাস্তবায়ন কারী</th><th>তারিখ</th></tr>
<tr><td></td><td>Previous Meeting Minutes Review</td><td>সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। যে সকল শাখার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অসমাপ্ত কাজ গুলোর সমাধানের প্রক্রিয়া নিয়ে সকলের সাথে আলোচনা করা হয় ।</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল</td><td>চলমান</td></tr>
<tr><td>০১.</td><td>Savings</td><td>শাখা পর্যায়ে ফান্ডের চাহিদা মেটাতে সকলের মতামতের ভিত্তিতে এপ্রিল-২৩ মাসে অঞ্চলভিত্তিক নিম্নোক্তহারে সঞ্চয় বৃদ্ধির লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়।
<table>
<tr><th>অঞ্চলের নাম</th><th>মোট বৃদ্ধি</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>ভোলা</td><td>১.৮০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>কক্সবাজার</td><td>১.২০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>নোয়াখালী</td><td>০.৫০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>চট্টগ্রাম</td><td>০.৭০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>আউটরিচ</td><td>০.৪০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>বরিশাল</td><td>০.৪০ কোটি</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট-</td><td>৫.০০ কোটি</td><td></td></tr>
</table>
উল্লেখ্য যে, উপরে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা কেউ পূরণ করতে না পারলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মার্চ/২৩ মাসে সকল অঞ্চলের সঞ্চয় আদায় পর্যালোচনা করে দেখা যায় মোট এক্টিভ সদস্যের ৩০% সদস্য এখনও সঞ্চয় জমা করেন না। তারমধ্যে আবার ০১ টাকা হতে ১০০ টাকার মধ্যে এখনও ৪৫% সদস্য থেকে সঞ্চয় আদায় করা হচ্ছে। যা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সকল এক্টিভ সদস্যকে সঞ্চয়ের আওতায় আনা এবং সর্বনিম্ন সঞ্চয় ১০০ টাকা আদায়ের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।
জাগরণ ঋণের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা নিচে সঞ্চয় নেওয়া যাবে না এবং ১ লক্ষ হতে দুই লক্ষ টাকার ঋণের ক্ষেত্রে অবশ্যই ২০০ টাকা ও ২ লক্ষ হতে এর উপরে প্রত্যেক ঋণের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা করে সঞ্চয় আদায় করতে বলা হয়।
প্রত্যেক অগ্রসর ঋণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫০০ হতে ১০০০ টাকার ডিপিএস বাধ্যতামূলক থাকতে হবে এবং উক্ত ডিপিএস এর টাকা মাসের ১ম এবং এবং ২য় সাপ্তাহের মধ্যে আদায় করতে হবে, কোন ডিপিএস নিষ্ক্রিয় রাখা যাবে না, যদি শাখায় কোন নিষ্ক্রিয় ডিপিএস পাওয়া যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট এএম এবং আরপিসিকে প্রশাসনিক শাস্তির আওতায় আনা হবে।
প্রত্যেকদিন এএমগণ গ্রেড ভিত্তিক সঞ্চয় আদায়ের তথ্য দৈনিক মনিটরিং রির্পোটের সাথে প্রদান করতে হবে এবং তা প্রত্যেকদিন ফলোআপ করতে হবে।
সফটওয়্যারে সকল সদস্যার সঞ্চয়ের আদায়যোগ্য থাকতে হবে। প্রত্যেক সদস্য থেকে আদায়যোগ্য অনুযায়ী সঞ্চয় আনতে হবে।
মাসিক ঋণী সদস্য প্রত্যেক সপ্তাহে সমিতিতে এসে সঞ্চয় প্রদান করতে হবে। কোন সদস্য অগ্রিম কিস্তি দিতে চাইলে সাপ্তাহিক ভাবে হিসেব করে সঞ্চয় আদায় করতে হবে।
</td><td>সংশ্লিষ্ট সকল</td><td>এপ্রিল/ ২৩ইং</td></tr>
</table>

		• উল্লেখিত বিষয়ে সকল আরপিসি ০৮ এপ্রিল শনিবার সংশ্লিষ্ট এমএমদের সাথে মিটিং করবেন এবং এএম গণ রবিবার হতে মঙ্গল বারের মধ্যে তাদের এলাকার সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহে বিএম ও সিডিওদের সাথে মিটিং করবেন এবং তা সমিতি পর্যায়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। ***<u>সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে সংস্থার ফলাফল নিন্মরুপ;</u>*** ❖ সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে বর্তমান ফান্ড সমস্যা সমাধান করা যাবে। ❖ Cost of Fund কমে আসবে । ❖ Surplus বৃদ্ধি পাবে। ❖ ডোনারের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে ।		
০২.	**Overdue**	• ব্যবস্থাপনার অনুমতি ছাড়া নতুন কোন সদস্যকে বকেয়ায় অন্তভুক্ত করা যাবে না। চলতি মাস থেকে শাখায় কোন অবস্থাতেই বকেয়া স্থিতি বৃদ্ধি গ্রহনযোগ্য হবে না। • প্রতিদিন OTR মনিটরিং করতে হবে। দৈনিক কোন শাখায় OTR ৯৫% এর কম গ্রহনযোগ্য হবে না। • প্রতিটি ঋণ বিতরনে ০৩ জন জামিনদার মধ্যে ০১ জন পরিবারের বাইরের লোক নিতে হবে। অগ্রসর ঋনের ক্ষেত্রে সদস্য ও জামিনদার উভয়ের থেকে ০২ থেকে ০৩ টি চেক নিতে হবে। • শাখায় বকেয়া হ্রাস পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তাবায়ন হচ্ছে কিনা তা বিএম,এএম এবং আরপিসি কে তদারকি করে প্রয়োজনীয় সার্পোট প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো। • চলতি মাস হতে যদি কোন শাখায় বকেয়া বৃদ্ধি পায় তাহলে পরিচালক-মৌলিক কর্মসূচি এর সাথে কথা বলে অনুমোদন সাপেক্ষে আরপিসির বেতন নিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৩.	**WASH Project**	নোয়াখালী এবং চট্রগ্রাম অঞ্চলে ওয়াশ প্রকল্পের কর্মপরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। নোয়াখালী অঞ্চলের সকল শাখা এবং চট্রগ্রাম অঞ্চলে ০৫টি নতুন শাখা সহ মোট ১৫টি শাখায় ওয়াস প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকবে। • একজন কর্মী প্রতি সপ্তাহে ০১টি বিসিসি ক্যাম্পেইন করবেন। • প্রতি শাখায় চলতি এপ্রিল /২৩ মাসে প্রত্যেক কর্মী ০২টি BCC ক্যাম্পেইন করবেন। • ওয়াশ প্রকল্পের ঋণ মাস্টার রোল আলাদা ভাবে করতে হবে। • ঋণ বিতরণের সময় সাইট স্কিনিং ফরমেট পূরণ করে লাগাতে হবে এবং বিগত দিনে যে সকল শাখায় ঋণ ফরমে সাইট স্কিনিং ফরমেট লাগানো হয়নি সে সকল শাখায় ফরমে চলতি সপ্তাহের মধ্যে সাইট স্কিনিং ফরম লাগিয়ে হাল নাগাদ করে রাখতে হবে। • বিতরনকৃত সকল সদস্যকে চলতি মাসের মধ্যে ইনসেনটিভ প্রদান করতে হবে। • প্রনদনার জন্য আলাদা রেজি: ব্যবহার করতে হবে। • অভিযোগ নীতিমালার জন্য আলাদা রেজি:ব্যবহার করতে হবে। • প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক শাখায় ২৫ জন সদস্যকে স্যানিটেশন ঋণ প্রদান করতে হবে। এই ব্যাপারে এএম এবং আরপিসিকে আরো ফলোআপ বাড়াতে হবে এবং নিধারিত সময়ের মধ্যে স্যানিটেশন ও ওয়াটার সাপ্লাই ঋণ বিতরণ শেষ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৪.	**Internal Audit Feedback**	• শাখা পর্যায়ে ইন্টারনাল অডিট ০২ ধরনের হবে। Regular Audit & Surprise Audit. রেগুলার অডিটে অডিটরগন আগে ঘোষনা দিয়ে আসবে এবং ০৫ দিনে শেষ হবে। Surprise Audit এ অডিটরগন যে কোন সময় আসতে পারে । • যেহেতু অডিটরগন আগে ঘোষনা দিয়ে শাখায় আসবে সেক্ষেত্রে সকল সদস্যকে অগ্রিম অবহিত করতে হবে। সমিতি সভায় সকল সদস্য এবং পাশবই নিশ্চিত করতে হবে। • শাখার নাম ঘোষনা হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ঠ এএম উক্ত শাখায় চলে যাবেন এবং কমপক্ষে ০৩ দিন থেকে সকল ডকুমেন্ট যাচাই করবেন। ঘোষনাকৃত শাখায় যদি কোন আত্তসাত পাওয়া যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট এএম এবং আরপিসি জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে। • অডিটরগন অডিট পিরিয়ড শেষে শাখার সকল ডকুমেন্টস অডিটকালীন সময় পর্যন্ত চেক করা হয়েছে এবং কোন প্রকার অসংগতি নাই মর্মে স্বাক্ষর ও সীল দিয়ে ছাড়পত্র দিয়ে আসবেন। • নীরিক্ষাকালীন সময়ের নীরিক্ষকের যাতায়াত বিলে শাখা হিসাবরক্ষক চেক করবেন। • অডিট চলাকালীন অডিটরগন কোন কর্মীর সাথে একসাথে হোন্ডা বা বিক্সায় যেতে পারবেনা। কর্মীগন যথারীথি তাদের বাই সাইকেল দিয়ে মাঠে যাবেন। • অডিট রির্পোটে প্রাপ্ত সমস্যা সম্পর্কে ভালো ভাবে বুঝে স্বাক্ষর করতে হবে। • কোন বিষয় আপত্তি থাকলে উক্ত বিষয়ের উপর আপত্তি আছে লিখে স্বাক্ষর করতে হবে যাতে পরবর্তি শুনানিতে ঐ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যায় ।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

		• শাখা অডিট পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অডিট ফিডব্যাক রির্পোট দিতে হবে। • ফিডব্যাকে সকল প্রাপ্ত সমস্যার উত্তর দিতে হবে এবং উত্তর হবে যৌক্তিক ও স্মার্ট । • অভ্যন্তরীন অডিটে অমীমাংশিত বিষয়গুলো শাখায় অডিট মিটিংয়ের আগেই সমাধান করতে হবে। • কোন অমীমাংশিত বিষয় রাখা যাবেনা । যাহা তাৎক্ষনিক সমাধান যোগ্য নয়, তার ডেড লাইন দিতে হবে এবং পরবর্তীতে ফলোআপ করতে হবে। • শাখায় কোন কর্মীর ৩০০০ টাকা বেশি আত্মসাত পাওয়া গেলে এএমকে অডিট শুনানিতে যেতে হবে। • আগামী অডিট গুলোতে যেন প্রতিটি শাখা নিল থাকে সেভাবে প্রস্তুতি রাখতে বলা হয়।		
০৫	**Field visit**	• কোন শাখায় খাদ্যভাতা প্রদান করলেই বাধ্যতামুলক অডিট রেজিষ্টার লিখতে হবে। অডিট রেজিষ্টার লিখা না থাকলে উক্ত প্রদানকৃত বিলের টাকা পুনরায় শাখায় জমা হবে। • এএম এবং আরপিসি প্রত্যেকদিন দুইটি সমিতি পুনাঙ্গ ভাবে ভিজিট করবেন এবং সমিতির প্রত্যেক সদস্যের পাশবই ১০০% নিশ্চিত করে স্বাক্ষর করবেন। • ভিজিট পরবর্তী যদি উর্ধতন কোন কর্মকর্তা কোন পাশবইয়ে স্বাক্ষর না পায় তাহলে সংশ্লিষ্ট এএম এবং আরপিসির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। • এলাকা ব্যবস্থাপকগণ সমিতি পরিদর্শনের ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপকের পরিদর্শনকৃত সমিতি এবং আরপিসিগন এলাকাব্যবস্থাপকের পরিদর্শনকৃত সমিতি অগ্রাধিকার দিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৬	**PKSF Audit Feedback**	• মেয়াদপূর্তি না হলে ডিপিএস সঞ্চয়ের লাভ প্রদান করা হয় না। মেয়াদপূতি না হলেও নিতীমালা অনুযায়ী সদস্যকে ডিপিএস লাভ প্রদান করতে হবে। এছাড়াও যে সকল সদস্য সঞ্চয় ফেরত নিয়ে যায় তাদেরকেও সঞ্চয়ের লাভ প্রদান করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৭	**CITEP**	• CITEP কর্মকান্ড প্রতিটি অঞ্চলে আরো সম্প্রসারন করা হবে। • সাইটেপ কর্মীকে হেড-সাইটেপ পরিচালনা করবেন। • প্রতিটি অঞ্চলে বর্তমানে যে সব সাইটেপ কর্মী রয়েছে তাদেরকে আরপিসি সকল কর্মকান্ডে সাহায্য করবেন এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিবেন । • প্রত্যেক শাখার আওতায় যে সকল ক্লাস্টার রয়েছে, নির্দিষ্ট ফরমে তার তালিকা সংগ্রহ করতে হবে এবং বিএম, এএম, আরপিসি স্বাক্ষরসহ ফাইলে সংরক্ষন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৮	**Motorbike**	• মাঠ পর্যায়ে সকল স্থায়ী কর্মীকে মটরবাইক দিয়ে মাঠকার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।সেক্ষেত্রে সকল পুরুষ কর্মীকে মে/২৩ ইং মধ্যে এবং সকল নারী কর্মীকে সেপ্টেম্বর/২৩ইং মধ্যে মটরবাইকের আওতায় আসতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৯	**ICT**	• রাত ১০ টার পরে সফটওয়্যারের কাজ করা যাবে না। • মাঝে মাঝে বিএমকেও সফটওয়ার পোস্টিং দিতে হবে। • প্রতিদিন সফটওয়ার পোস্টিং শেষে MIS summary day book print দিয়ে ডেবিট ও ক্রেডিট ভাউচারের সাথে মিল করন করতে হবে এবং ফাইলে সংরক্ষন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১০	**ME**	• জানু থেকে মার্চ-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রসর ঋণী সদস্য বৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা প্রদাণ করা হয়েছে তা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন হয়নি। মাত্র ৫৬% অর্জন হয়েছে। বর্তমান মাসে যেহেতু পর্যাপ্ত ফান্ড আছে তাই নতুন অগ্রসর সদস্য বৃদ্ধির করতে হবে। পূর্বের লক্ষ্যমাত্রা থেকে যতজন ঘাটতি আছে তা বর্তমান মাসে অর্জন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	এপ্রিল-২৩
১১	**Cluster & Insurance**	• ক্লাস্টার অনুয়ায়ী ক্ষুদ্রঋন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা গ্রহন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কক্সবাজার অঞ্চলে- লবন, পান, শুটকি। ভোলা অঞ্চলে- তরমুজ। নোয়াখালীতে- সরিষা। চট্রগ্রামে- গরু মোটতাজাকরন ক্লাস্টারের তথ্য নেওয়া হচ্ছে। উক্ত সদস্যের ক্লাস্টার অনুযায়ী ঋন কার্যক্রমে অন্তভুক্ত করন এবং ক্লাস্টারের কোন ক্ষতি হলে কিভাবে উদ্যোক্তাকে ইনসুরেন্স সেবার আওতায় আনা যায়। সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১২	**Fund**	• বর্তমান মাসে পিকেএসএফ হতে ১৪ কোটি এবং সাউথইস্ট ব্যাংক থেকে ১৫ কোটি সহ মোট ২৯ কোটি ফান্ড সহায়তা পাওয়া যাবে। ঈদের ছুটিতে যাওয়ার আগে ফান্ডের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে এবং বিতরণের জন্য অগ্রিম পরিকল্পনা করতে হবে। • প্রতিদিন প্রত্যেক কর্মী কমপক্ষে ০২ জন সদস্য ভর্তি করতে হবে। • প্রতিদিন বিএম ১ জন এবং এএম ০১ জন করে, সর্বমোট ০২ জন অগ্রসর সদস্য নতুন ভুতি করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	এপ্রিল-২৩
১৩	**Female Staff**	• প্রত্যেক অঞ্চলে কমপক্ষে ৫০% নারী সহকর্মী থাকতে হবে। প্রত্যেক শাখায় কমপক্ষে ০২ জন নারী কর্মী নিশ্চিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

১৪	**Disability Person**	• প্রত্যেক অঞ্চল থেকে ইতিপূর্বে বাচাইকৃত সদস্যের মধ্যে ০৫ জন Disability Person এর ছবি এবং সনদ দিতে হবে। উক্ত ০৫ জনের মধ্যে চলতি এপ্রিল'২৩ মাসে কমপক্ষে ০১ জনকে ঋন বিতরন করতে হবে। যে সকল শাখায় এখনও পর্যন্ত প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের সার্ভে অসম্পন্ন রয়েছে/ভুল রয়েছে তা দ্রুত সংশোধন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	এপ্রিল-২৩
১৫	**Eid Vacation**	• আগামী ১৯/০৪/২৩ তারিখ হতে ২৫/০৪/২৩ ইং তারিখ পর্যন্ত অফিসের সকল কার্যক্রম ঈদুল ফিতরের বন্ধ থাকবে। বন্ধকালীন সময়ে অফিসে থাকার জন্য পাহারাদার নির্বাচন করতে হবে। সেক্ষেত্রে অফিসের সিএসও কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আগামী ১১/০৪/২৩ইং তারিখের মধ্যে পাহারাদারের তালিকা প্রধান কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	এপ্রিল-২৩
১৬	**AOB**	• চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সকল মাসিক কিস্তি আদায় করতে হবে। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করেন এবং আর কোন আলোচনা না থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষনা করেন।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

সভাপতি

তারিক সাইদ হারুন
পরিচালক
মৌলিক কর্মসূচী ।

সচিব

মো ঃ আনোয়ার হোসেন।
আঞ্চলিক কর্মসূচী সমন্বয়কারী
কক্সবাজার অঞ্চল ।